১০৭

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 15 MAY 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

উপাচার্য, প্রোক্টর, প্রাধ্যক্ষ ও ছাত্রনেতারা যা বলেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে কি এখনো বহিরাগত সন্ত্রাসীরা আছে?

জায়েদুল আহসান/তরুণ সরকার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতে কি এখনো অবৈধ প্রবেশকারী বহিরাগত ও সন্ত্রাসীরা রয়েছে?

আছে এবং নেই। আছে অথবা নেই। এ রকমই সিদ্ধান্ত নিতে হয় কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রশ্ন রেখে তার জবাবের ভিত্তিতে। কেউ বলেন আছে, কেউ বলেন নেই। কেউ বলেন, জানি না। কেউ নাম অপ্রকাশ্য রাখার শর্তে বক্তব্য হিসেবে যে কথা বলেন তা নামসহ ছাপতে দিতে রাজি হন না।

ইতিপূর্বে একাধিকবার যা করা হয়েছে তেমনি গত ৭ মে ৪টি হলে প্রথমে সব ছাত্র বের করে দিয়ে পরিচয়পত্র দেখে বৈধ ছাত্রদের হলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। গেটে পুলিশ ও ক্যাম্পাসে গোয়েন্দা শাখার লোক আছে। ৯ মে উপাচার্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সব হলের প্রাধ্যক্ষদের (প্রভোস্টস স্ট্যান্ডিং কমিটি) সভার সিদ্ধান্তে বলা হয়, অবৈধভাবে হলে কেউ থাকতে পারবে না এবং রাত ১১টায় হলের গেট বন্ধ হবে। কেবল ছাত্র সংঠগনগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটি ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার শীর্ষ দুই নেতা ও তাদের সঙ্গে সর্বোচ্চ ৩ জন হলের অতিথি কক্ষে যেতে পারবে। ক্যাম্পাসে কোনো বহিরাগত সন্ত্রাসী বা ফৌজদারি মামলার আসামিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কিছু করার নেই।

এতোসব কিছুর পরও অভিযোগ পাওয়া যায় ও বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে, মেয়েদের ৩টি হল ও জগন্নাথ হল ছাড়া বাকি ১০টি হলে এখনো বহিরাগতরা থাকছে ও আসছে-যাচ্ছে। এই পটভূমিতে গত মঙ্গলবার ও বুধবার দুদিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট ছাত্রনেতাদের কাছে ভোরের কাগজ একটিই প্রশ্ন করে– 'হলগুলোতে বহিরাগতরা অবৈধভাবে আছে কিনা?' এর জবাবে যে যা বলেন ও প্রকাশের অনুমতি দেন ততোটুকই এই প্রতিবদনে দেওয়া হলো :

উপাচার্য প্রফেসর এ কে আজাদ : হলে বহিরাগত আছে কিনা আমি জানি না। হলগুলোর প্রাধ্যক্ষদের রাতে বিভিন্ন রুমে গিয়ে রোল কল করার নির্দেশ দিয়েছি। তাদের কাছ থেকে তথ্য পেলে বহিরাগত আছে কিনা এ বিষয়ে বলতে পারবো।

প্রোক্টর এ কে এম নূর-উন নবী প্রশ্নের জবাবে কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

জহুরুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক এস এ মান্নান : কিছু কিছু বহিরাগত অবশ্যই আসা যাওয়া করে। তারা হলে আসে রাত ১২টার পর। ফলে আমাদের পক্ষে হাতেনাতে ধরা সম্ভব হয় না। কোন কক্ষে থাকছে সেই নির্দিষ্ট তথ্য না পাওয়ার ফলে তাদের ধরাও সম্ভব নয়। যেসব বহিরাগত হলে আসে তারা লেখাপড়া জানে না। তারা রাজনীতিও করে না বরং রাজনীতির ক্ষতি করে। একশ্রেণীর নেতা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ওদের প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। এসব ছাত্রনেতার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। মাত্র ৮/১০ জনের জন্য হলের হাজার ছাত্র অসুবিধা ভোগ করে। গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা জানে বহিরাগতরা কখন আসে, কিভাবে আসে। ইচ্ছে করলেই তাদের গ্রেপ্তার করতে পারে। কেন করে না তা জানি না। খবর পেয়েছি হলসংলগ্ন বস্তিতে সন্ত্রাসীরা অস্ত্র লুকিয়ে রাখে। এক সময় কতিপয় নেতাই এই বস্তি গড়ে তুলেছিল। হল প্রশাসন এই বস্তি উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জসীম উদ্‌দীন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক মেজবাহউদ্দিন আহমদ : আমি যতোটুকু জানি জসীম উদ্‌দীন হলে কোনো বহিরাগত নেই। হল প্রশাসন হলকে বহিরাগতমুক্ত রাখার ব্যাপারে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। জসীম উদ্‌দীন হল কম্পাউন্ডে বহিরাগতরা প্রথম কয়েকদিন বসে থাকতো। এখন তাদের কম্পাউন্ডে আসতে দেওয়া হচ্ছে না।

এফ রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক হারুন অর রশিদ : পার্থ হত্যাকাণ্ডের পর হলে বহিরাগতদের আনাগোনা বেড়েছিল। এখন কোনো বহিরাগত নেই। সম্প্রতি হলের ৩টি রুমে বহিরাগতরা অবস্থান নিয়েছিল এবং ছাত্র সংসদ কার্যালয়ের তালা ভেঙে সেখানে আড্ডা মারতো, হল প্রশাসন সেগুলো সিল করে দিয়েছে।

সূর্যসেন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার : হল প্রশাসন সকাল ১০টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত হলগেটে অবস্থান করে শুধুমাত্র বৈধ ছাত্রদের প্রবেশ করতে দিচ্ছে। অন্য সময় গেটের দায়িত্বে থাকে পুলিশ। হলে বহিরাগতরা রয়েছে– এ ধরনের কোনো তথ্য নেই। থেকে থাকলেও অজ্ঞাতে।

জিয়া হলের প্রাধ্যক্ষ ড. এ আই মাহবুবউদ্দিন : আমার জানা মতে, বঙ্গবন্ধু হলে কোনো বহিরাগত নেই। এ সম্পর্কিত কোনো অভিযোগও পাইনি। হল প্রশাসন হলকে বহিরাগতমুক্ত রাখার ব্যাপারে সতর্ক আছে।

ফজলুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক মোঃ আব্দুল কাদের : আমার হলে কোনো বহিরাগত নেই। শুধুমাত্র আবাসিক ও দ্বৈতাবাসিক (অনুমোদিতভাবে এক আসনে দুজন) ছাত্ররাই এখানে থাকছে।

মুহসীন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক মোঃ খায়রুল হোসেন : হল প্রশাসন ইতিমধ্যে বহিরাগতদের তালিকা তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই তালিকা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হবে। তাদের গ্রেপ্তার করার আহ্বান জানানো হবে। তালিকা নোটিশ বোর্ডেও টাঙানো হবে।

বঙ্গবন্ধু হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুল আজিজ : কিছুক্ষণ আগে (মঙ্গলবার) আমি দায়িত্ব পেয়েছি। হল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমি এখনো পাইনি। তবে কোনো বহিরাগতই বঙ্গবন্ধু হলে থাকতে পারবে না– তারা যে দলেরই হোক, যতো শক্তিশালীই হোক। বঙ্গবন্ধু হলে শুধুমাত্র বৈধ ছাত্ররাই থাকবে।

ছাত্রলীগ (শা-পা)-এর সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না : পার্থ হত্যার পর কিছুদিন হত্যাকারীরা ক্যাম্পাসে ছিল। কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নেওয়ায় সকল বৈধ ছাত্রকে সংশ্লিষ্ট হলে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়। আমরা শুনেছি ছাত্রদলের চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা বেশ কটি হলে থাকার চেষ্টা করছে। ছাত্রদলের ব্যানারে হলগুলোতে বহিরাগত অছাত্র থাকতেও পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী এক হলের ছাত্র আরেক হলে থাকতে পারে না। কিন্তু ছাত্রদলের নেতারা ৩/৪টি হল ছাড়া অন্য হলগুলোতে তাদের কর্মীছাত্রদের রাখতে চাচ্ছেন না।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুল খালেক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে বহিরাগত, সন্ত্রাসী ও অস্ত্রধারীরা অবস্থান করছে। এর ফলে সাধারণ ছাত্ররা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। আমরা এ বিষয়টি উপাচার্যকে জানিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এর দায়দায়িত্ব নিতে হবে। বহিরাগতদের ক্যাম্পাসে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ কখনো স্বাভাবিক হবে না। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের স্বার্থেই সন্ত্রাসী ও বহিরাগতদের ক্যাম্পাস থেকে তাড়াতে হবে। ক্যাম্পাসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। উপাচার্য ও সিন্ডিকেটের সঙ্গে ছাত্রদলের সমঝোতা চুক্তিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

ছাত্রলীগের (চু-ক) সভাপতি ওবায়দুর রহমান চুন্নু : বর্তমানে ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের আনাগোনা বৃদ্ধি পেলেও হলে তাদের উপস্থিতি কম। তবে ছাত্রদের মধ্যে যারা সন্ত্রাসী তাদের কিছু কিছু কর্মকাণ্ড ক্যাম্পাসে উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। সন্ত্রাস দমনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনো কার্যকর উদ্যোগ এখনো গ্রহণ করেনি। কর্তৃপক্ষ ৪টি হলে একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে বৈধ ছাত্রদের হলে তুলে দিয়েছে। কিন্তু চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোনো একাডেমিক বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হাসান হাফিজুর রহমান সোহেল : বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে বহিরাগতরা অবাধে যাতায়াত করছে। কিন্তু সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের হলে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ যে সকল সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে সন্ত্রাসীদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না। সমস্যা হচ্ছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের। যেমন, সন্ত্রাস বন্ধের নামে কাটাবন গেট বন্ধ করে কর্তৃপক্ষ ৪টি হলের ছাত্রদের যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করেছে।

ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি জিয়াউল হক জিয়া : বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে বহিরাগত অস্ত্রধারীরা এখনো অবস্থান করছে। প্রতি রাতেই বহিরাগত অস্ত্রধারীরা হলে প্রবেশ করছে। কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসের মূলে হাত না দিয়ে ভাসা ভাসা কিছু ভূমিকা নিয়েছে, যা কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ নয়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান তপন : বহিরাগত সন্ত্রাসীরা এখনো হলে আছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাস প্রসঙ্গে এখন পর্যন্ত যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তা নিষ্ফল প্রচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। কারা সন্ত্রাস করে, সবাই তাদের চিনে। সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও অস্ত্র উদ্ধার করলে বিশ্ববিদ্যালয় অনেক শান্ত হয়ে আসবে।

ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি জোনায়েদ সাকি : বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো সন্ত্রাসীরা দখল করে আছে। কার্যত তারাই হল পরিচালনা করছে। দখলদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে কর্তৃপক্ষ দখলদারদের মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দিচ্ছে। এই সমঝোতার মাধ্যমে দখলদারিত্ব আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম : বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো এখনো দখল করে আছে বহিরাগত সন্ত্রাসীরা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অতীতের মতো এবারের কিছু পদক্ষেপেও কার্যকর কোনো ফল আসেনি।

জাতীয় ছাত্রদলের সভাপতি বি এম শামীমুল হক : বিশ্ববিদ্যালয়ের হল-গুলোতে বহিরাগতরা অতীতে ছিল, এখনো আছে। বহিরাগতদের গ্রেপ্তার, ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে একাডেমিক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া হল সন্ত্রাসীমুক্ত হবে না। সমঝোতার মাধ্যমে দখলদারদের পারস্পরিক অবস্থান সন্ত্রাস নির্মূলে কোনো ভূমিকা রাখবে না।

ছাত্র ঐক্য ফোরামের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম সবুজ : বিভিন্ন মহল্লা থেকে মস্তানদের ভাড়া করে হলে নিয়ে আসা হচ্ছে। হলে সন্ত্রাসীদের উপস্থিতির কথা অস্বীকার করা যাবে না। কতৃপক্ষের সকল উদ্যোগই হচ্ছে লোক দেখানো।

জাতীয় ছাত্র সমাজের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কামরুল ইসলাম সজল : বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি হলেই বহিরাগতরা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জেনেও না জানার ভাণ করেন। আর সন্ত্রাসী বহিরাগতদের প্রশ্রয়দাতা সংগঠনগুলোর দায় তো রয়েছেই।